ইসলামের পূনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

অধ্যাপক গোলাম আযম

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

অধ্যাপক গোলাম আযম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচালক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৮৩১২৯২

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর '৮৫

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মার্চ '৯৬

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ ১২.০০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান ৫
- ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন ৬
- এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ৭
- মাওলানা মওদূদী কি এ যুগের মুজাদ্দিদ ? ৮
- আবেগ মুক্ত আলোচনা ১০
- মাওলানা মওদূদীর যুগ ১১
- মাওলানার অবদান ১৩
  - ১. একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের পূর্ণাংগ রূপ পরিবেশন করা ১৩
  - ২. ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব যে মুসলিম জীবনের জন্য প্রধানতম ফরয একথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা ১৪
  - ৩. কুরআন মজিদকে ইকামাতে দ্বীনের 'গাইড বুক' হিসেবে সহজ বোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা ১৫
  - ৪. ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করা ১৭
  - ৫. ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা ১৯
  - ৬. ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা ২১
  - ৭. ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করা ২৩
  - ৮. জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে উম্মতে মুসলিমাকে মুক্তির সন্ধান দান করা ২৪
  - ৯. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করা ২৬
  - ১০. ইসলামের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা ২৮
- উপসংহার ৩১
- আরো কয়েকটি অবদানের উল্লেখ ৩২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান

ইসলাম অবশ্যই চিরন্তন জীবনাদর্শ। আল্লাহ পাক মানব জাতিকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবার জন্যই যুগে যুগে নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। যখনই মানুষ নবীর শিক্ষা ভুলে গিয়েছে তখনই আবার কোন নবী এসে নতুন করে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু সর্বশেষ নবীর পর আর কোন নবী আসবেন না বলেই আল্লাহ পাক যুগে যুগে উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যেই এমন এমন ব্যক্তি পয়দা করে এসেছেন যারা শেষ নবীর শিক্ষাকে সঠিকরূপে আবার মানব জাতির সামনে তুলে ধরার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ সব ব্যক্তির নিকট অহী নাযিল হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ শেষ নবীর নিকট নাযিলকৃত কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত ও অবিকৃত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করেছেন।

সূরা আল হিজরের ৯ম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ - (الحجر: ٩)

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি অবশ্যই এর হিফাযত করব।" কুরআনের হিফাযতের উদ্দেশ্যেই রসূলের সুন্নাতকেও হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহপাক রসূল (সাঃ) এর হাদীস সমূহকে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে মুহাদ্দিসগণের এক জামায়াত সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা যেভাবে হারিয়ে যেতো সেভাবে শেষ নবীর আনীত ইলম বিনষ্ট হয়ে যাবার কোন আশংকা নেই। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলো অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও এর আসল মর্মকথা বিভিন্ন কারণে হারিয়ে যেতে পারে। তাই আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহকে আসল

১৯৮৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

www.pathagar.com

রূপে মানব সমাজের নিকট পরিবেশনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক প্রত্যেক যুগেই উপযুক্ত লোক পয়দা করেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله (مؤطا كنز العمال - مشكوة)

"আমি তোমাদের নিকট দুটো বিষয় রেখে গেলাম - আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত। যদি তোমরা এ দুটোকে আকড়ে ধরে থাকো তাহলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।" (মুয়াত্তা, কান্‌যুল উম্মাল, মিশকাত)।

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها - (ابو داود)

"প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের জন্য এমন ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি উম্মতের দ্বীনকে নতুন করে চালু করবেন। (আবু দাউদ)

ইসলামের পুনরুজ্জীবন আন্দোলন

কুরআন ও সুন্নাহর আসল শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে মানুষ যখন ইসলামের প্রাণহীন খোলস নিয়ে বাতিল শক্তির অধীনে জীবন যাপন করে, তখন ইসলামের প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে কায়েম করার প্রচেষ্টাকেই পুনরুজ্জীবন আন্দোলন বলে। ইসলামী পরিভাষায় এর নাম হলো "তাজদীদে দ্বীন"। যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করেন তাদের বলা হয় মুজাদ্দিদ। দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের কাজ আংশিক পর্যায়েও হয়ে থাকে, সামগ্রিক আকারেও হতে পারে। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামে ইবাদাতের যে সব নিয়ম রয়েছে তার সাথে যদি এমন আরও কিছু কাজ শামিল করা হয় যা রসূল (সাঃ) শিক্ষা দেননি তাহলে তা 'বিদ্‌আত' বলে গণ্য। ইবাদাতকে নানা প্রকার বিদ্‌আত থেকে পাক করার চেষ্টাও একটি মূল্যবান "তাজদীদ"-এর কাজ। এভাবে কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে তাজদীদের কাজ হয়ে থাকে। যারা এ জাতীয় কাজ করেন তাদেরকে মুজাদ্দিদ বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন

www.pathagar.com

মহান ব্যক্তি ইসলামের সব দিকেই তাজদীদের কাজ করতে সক্ষম হলে তাকেই পরবর্তীকালে মুজাদ্দিদে যামান (যুগের মুজাদ্দিদ) বলা হয়। ইমাম গায্যালী (রঃ), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ), শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (রঃ), শাহ্ ওয়ালিউল্যাহ দেহলভী (রঃ), মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব নাজদী (রঃ) নিজ নিজ যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। অবশ্য তাদের সবার তাজদীদী কাজ তাদের জীবিত কালে মুসলিম উম্মাতের মধ্যে প্রসারিত হয়নি।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

হিজরী চৌদ্দ শতকে ইসলামের সকল দিক ও বিভাগে সামগ্রিক পুনর্জাগরণের যে বিরাট কাজ হয়েছে তাতে আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ (রঃ) এবং এ উপমহাদেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রঃ) নাম মুসলিম বিশ্বে স্বীকৃত।

এ প্রবন্ধে শুধু মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর তাজদীদী কাজ সম্পর্কেই আলোচনা পেশ করা হচ্ছে। তাঁর সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর বিপ্লবী চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে জামায়াতে ইসলামী নামে যে ইসলামী আন্দোলন চলছে তার পক্ষ থেকে মানুষকে একমাত্র আল্লাহ ও ইসলামের দিকেই দাওয়াত দেয়া হয়। কখনও মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বের দিকে কাউকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়না। মাওলানা রচিত সাহিত্য পরিবেশন করার সময়ও ইসলামী জ্ঞানের গুরুত্বই বুঝানো হয়। মাওলানার মর্যাদা তুলে ধরার সামান্য প্রচেষ্টাও দেখা যায়না।

মাওলানার জীবদ্দশায় করাচির দৈনিক জাসারাত পত্রিকা মাওলানা মওদূদী সংখ্যা বের করার আয়োজন করছে জানতে পেরে তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য জামায়াতের করাচি শাখাকে নির্দেশ দান করেন। তাঁর জীবিত থাকাকালে তো তিনি তাঁর জন্ম দিবস পালনের অনুমতি দেনই-নি, তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁর জন্ম বা মৃত্যু দিবস কোথাও পালন করা হচ্ছেনা। সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে কী পরিমাণ মহব্বত করে তা যারা জানে তাদের নিকট এটা বিস্ময়েরই ব্যাপার। এর

www.pathagar.com

মূল কারণ এই যে, মাওলানা মরহুমের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনার আসল উদ্দেশ্য মাওলানা মওদূদীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করা নয়। এ যুগে ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ভালভাবে বুঝতে হলে এবং আল্লাহর কিতাবকে ইসলামী বিপ্লবের দিশারী হিসাবে জানতে হলে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর বিপুল সাহিত্যের আশ্রয় না নিয়ে কোন উপায়ই যে নেই সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার আসল উদ্দেশ্য। ইসলামকে যারা বিজয়ী আদর্শ হিসাবে দেখতে চান এবং মানুষের মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান মানব সমাজে কায়েম করতে যারা আগ্রহী তাদের খেদমতে পেশ করার উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্বকে ফোকাস না করে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের যে সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেয়েছে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য।

মাওলানা মওদূদী কি এ যুগের মুজাদ্দিদ ?

এক শ্রেণীর ওলামা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ অপপ্রচার চালিয়ে ছিলেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মুজাদ্দিদ দাবী করবেন। মাওলানা এর জওয়াবে বলেছিলেন "একমাত্র নবীর জন্যই নবুওতের দাবী করা জরুরী। নবী হিসাবে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে নবুওতের কাজ শুরু হতে পারেনা। তাই যিনি নবী তিনি নবুওতের দাবী দিয়েই কাজ শুরু করতে বাধ্য। কিন্তু মুজাদ্দিদের প্রতি ঈমান আনা জরুরী নয়। তা ছাড়া মুজাদ্দিদ আগে থেকে জানতে পারেনা তিনি তার কাজের মাধ্যমে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য হবেন কিনা। তাঁর কাজ যদি মুজাদ্দিদের মানে উত্তীর্ণ হয় তাহলে লোকেরা তাকে মুজাদ্দিদ বলে গণ্য করে থাকে। সুতরাং দাবী দিয়ে মুজাদ্দিদের কাজ শুরু হতে পারেনা।"

"আমি বার বার একথা বলা সত্ত্বেও যারা এ অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি ইন্‌শা আল্লাহ এ জাতীয় দাবী থেকে নিজেকে পাক রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব এবং আদালতে-আখিরাতে আমি আমার রবের নিকট তাদের বিরুদ্ধে মামলা

www.pathagar.com

দায়ের করব।"

"খোদা না করুন আমি যদি এ দাবী করেই বসি তাহলে বড়জোর একটু বড়াই করা হবে মাত্র। এ দাবী করা কোন গুণাহের কাজ নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে আমি এ দাবী করব বলে যারা প্রচার করেছে তারা তো খোদায়ী দাবীই করে ফেলেছে। কারণ ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানেনা।"

আল্হামদুলিল্লাহ। মাওলানা মওদূদী মুজাদ্দিদ দাবী না করেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন।

আমরা যারা তাঁর উদ্যোগে গঠিত ইসলামী আন্দোলনে শরীক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমরা তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা করার কোন দায়িত্ব বোধ করিনা। কারণ তাঁকে মুজাদ্দিদ হিসাবে মেনে নেবার দাওয়াত আমরা দিইনা। এটা কোন জরুরী বিষয়ও নয়।

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে তাঁর যে অবদান, তার সঠিক মূল্যায়ন করার যোগ্যতা যাদের আছে তাঁরা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। মনীষীদের নিজ দেশে নিজ যুগের লোকেরা তাদেরকে মনীষী বলে সাধারণতঃ স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্তী কালের মানুষ তাঁকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারেনা। অবশ্য মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিদেশী অনেক ইসলামী চিন্তাবিদই উচ্চ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত ইখওয়ান নেতা সিরিয়ার প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী মরহুম ডক্টর মুস্তাফা যারকা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে অনেক আগেই মন্তব্য করেছিলেন-

"মাওলানা মওদূদী দ্বীনী চিন্তা ধারার দিক দিয়ে ইমাম গায্যালী (রঃ) ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এর সমপর্যায়ের চিন্তাবিদ।"

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের যে ব্যাপক শিক্ষা তিনি পরিবেশন করেছেন তা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। তাঁর এ অবদানের গুরুত্ব অনুযায়ী ইতিহাসই বিচার করবে যে তাজদীদের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কী।

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে যারা আত্ম-নিয়োগ করেছেন তাঁরা মাওলানা মওদূদীর জীবিতকালেও যেমন তার ব্যক্তিত্বের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেননি, তেমনি তাঁর ইন্তিকালের পরও তাঁকে যুগের মুজাদ্দিদ হিসাবে পেশ

www.pathagar.com

করার কোন দায়িত্ব বোধ করেননা।

আবেগ মুক্ত আলোচনা

আমার মন মগজ ও চরিত্র গঠনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর চিন্তাধারা ও বাস্তব জীবনাদর্শ এত ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মনের আবেগে অতিরঞ্জিত বক্তব্য প্রকাশের আশংকা যাতে না থাকে সেদিকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রেখেই এ প্রবন্ধ পেশ করছি।

বাল্যকাল থেকেই ওলামা ও মাশায়েখগণের সংস্পর্শ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল বলে আলেম সমাজে ইসলামের যে রূপ চালু ছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করার সুযোগ অবশ্যই পেয়েছিলাম। স্কুল জীবন থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের অভ্যাস থাকায় ইসলামকে একটি যুক্তিপূর্ণ সুন্দরতম ধর্ম হিসাবেই উপলব্ধি করেছিলাম।

ছাত্র জীবন শেষ করার পরপরই ১৯৫০ সালের শুরু থেকে তাবলীগ জামায়াতের ন্যায় বিশ্ব ব্যাপী একটি ধর্মীয় আন্দোলনে একাগ্রতার সাথে সক্রিয় হওয়ার মাধ্যমে এ প্রেরণা লাভ করি যে ইসলাম ধর্মকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলিমেরই ব্রত হওয়া উচিত। ১৯৫২ সালে তমুদ্দুন মজলিসের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করলাম যে ইসলাম শুধু ধর্মীয় জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানও রয়েছে এবং সেসব বিধান সমাজে চালু করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা প্রয়োজন।

১৯৫৪ সালে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর বিপ্লবী চিন্তা ধারার সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় শুরু হয় এবং ইসলামের ধর্মীয় দিক থেকে আরম্ভ করে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাংগ জীবন বিধানের উজ্জ্বল রূপের সঠিক সন্ধান লাভ করি।

আমার দ্বীনী জীবন গঠনে বাল্যকাল থেকে যে যে সূত্রে যেটুকু ধারণা ইসলাম সম্পর্কে পেয়েছি আমার জীবনে তাদের সবার মূল্যবান অবদান আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ঐ সব অবদান মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর চিন্তাধারার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়কের ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করেছে। সকলের অবদানের আন্তরিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও একথা উল্লেখ না করে পারছিনা যে, ইসলামের সত্যিকার পুর্ণাংগ রূপ মাওলানা মওদূদী (রঃ) থেকেই পেয়েছি এবং দ্বীনের বিজয়ের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সকল বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা এবং এ পথে জীবন উৎসর্গ করার জযবা তাঁরই জীবন থেকে পেয়েছি। তাই তাঁর প্রতি আমার গভীর মহব্বত ও শ্রদ্ধা বোধ থাকা স্বাভাবিক।

এ সত্যেও আমি তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মনের আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বাস্তব সত্যকেই পেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

মাওলানা মওদূদীর যুগ

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে ১৯১৮ সালে বিজনোরের সাপ্তাহিক মদীনার সম্পাদনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন।

যে সময় তিনি কর্ম জীবনে পদার্পণ করেন সে সময়টা মুসলিম জাতির চরম অধঃপতনের যুগ। ইসলামী আদর্শ থেকে ক্রমশঃ বিচ্যুৎ হবার পরিণামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম জাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ইউরোপের গোলামী মুসলিম জাতিকে সর্বদিক থেকে এমন পংগু করে ফেলল যে, ওলামায়ে কেরাম কোন রকমে কুরআন ও হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া ইসলামের পুনর্জাগরনের প্রচেষ্টাও চালু রাখতে সক্ষম হননি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মুসলিম জাতির ধ্বংসাবশেষ হিসাবে উসমানী খেলাফত যখন খতম হয়ে গেল তখন অধঃপতনের আরও নিকৃষ্টরূপ দেখা দিল। এদ্দিন অমুসলিমদের পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরূদ্ধে মুসলিম মানসে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার ফলে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের কোন ফাটল সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিমদের মধ্যে সুবিধাবাদী একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে গেলো। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাদের মন মগজ ও চরিত্র এমনভাবে গঠিত হলো যে, নামে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও চিন্তা ও কর্মে তারা বিজাতীয় আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়লো। এ জাতীয় তথাকথিত

www.pathagar.com

মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাবে ইসলামের উপর যখন হামলা শুরু হলো তখন এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম সামাজে সংক্রমিত হতে শুরু করলো। মুসলমানদের উন্নতির দোহাই দিয়েই এ সব হামলা চালানো হলো। কামাল পাশা আরবী ভাষাকে উৎখাত করে ছাড়লো। এভাবে ইসলামী সভ্যতার সব বাহ্যিক রূপ তিরোহিত করে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করাকেই উন্নতির সোপান বলে এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক মনে করে বসলো।

এ উপ-মহাদেশে নতুন নবুওত চালু করে ইসলাম থেকে জিহাদের ধারণা লুপ্ত করার মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বকে চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র হলো। কুরআনই যথেষ্ট বলে শ্লোগান দিয়ে হাদীসকে অস্বীকার করা হলো। ওলামায়ে কেরাম এ সবের প্রতিরোধে এগিয়ে এলেও মুসলিম জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্বে ইউরোপীয় মন মগজধারী মুসলমানদের নেতৃত্বই চালু হয়ে রইলো।

উপ-মহাদেশ থেকে ইংরেজ রাজত্ব খতম করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নেও ওলামায়ে কেরাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদল গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাকেই ইসলামের নামে সমর্থন জানালেন। আর একদল পৃথক মুসলিম জাতীয়তার সমর্থন করে পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হলেও আসল নেতৃত্ব ঐ সব মুসলিমদের হাতেই রইল যারা চিন্তা ও কর্মে ইউরোপের অনুসারী।

এইভাবে গোটা মুসলিম জাতি যখন ইসলামী নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে চিন্তার বিভ্রান্তি ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত তখনই মাওলানা মওদূদী ইসলামের মুখপাত্র হিসাবে আবির্ভূত হন। অবশ্য তখনকার রাজনৈতিক ডামাডোলে তাঁর আওয়াজ গোটা জাতির কানে পৌঁছতে পারেনি। উপ-মহাদেশের ঐ মুসলিম জাতি বর্তমানে কয়েকটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারা সব কয়টি দেশেই ইসলামকে এ বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপদান করেছে।

www.pathagar.com

মাওলানার অবদান

একটি প্রবন্ধে এ যুগের ইসলামী পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মোটেই সম্ভব নয়। অবদানের বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না যেয়ে এক একটি পয়েন্টকে সংক্ষেপে পেশ করে তাঁর বহুমুখী অবদানের একটি তালিকাই শুধু পেশ করছি।

১. একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের পূর্ণাংগ রূপ পরিবেশন করা

মুসলিম জাতির নিকট ইসলাম কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক রীতি হিসাবেই পরিচিত ছিল। নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী এবং জিকর ও তিলওয়াত নিয়ে ইসলাম একটি ধর্ম হিসাবে টিকে ছিলো। আর বিবাহ, তালাক, ফারায়েয ইত্যাদি সামাজিক বিধি মুসলমানদের পারিবারিক জীবনের অংগ হিসাবে বেঁচে ছিল।

রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোন বিধান আছে কিনা সে বিষয়ে আলেম সমাজেও তেমন কোন চর্চা ছিলনা, ফিকাহ্‌র কিতাবে আদালত ও ফৌজদারী মামলার মাসলা মাসায়েল থাকলেও বাস্তব জীবনে এর কোন প্রয়োগ না থাকায় এসব বিষয় চিন্তার রাজ্য থেকেও বিদায় নিয়েছিল।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্যের কোন ধারণাই সমাজে ছিলনা। ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক ও সাধক হওয়াকেই উন্নত মানের দ্বীনদারী মনে করা হতো।

মাওলানা মওদুদী সর্ব প্রথম রেসালায়ে দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিত) নামক বইতে অতি সহজ ভাষায় ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে পরিবেশন করার জন্য তাঁর লেখা বই এর তালিকা বিরাট। তিনি এ কথাই প্রমান করেছেন যে মানুষের পার্থিব জীবনকে সুন্দর সুশৃংখল ও শান্তিময় করার জন্যই আল্লাহ পাক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করেছেন। ইসলাম যে, মানুষকে সংসারত্যাগী বানাতে আসেনি বরং সঠিকভাবে পার্থিব জীবন যাপনের পথই দেখাতে এসেছে সে কথা তিনি কুরআন ও সুন্নাহর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা অকাট্যভাবে

www.pathagar.com

প্রমাণ করেছেন।

তাঁর বিখ্যাত 'খুতবাত' নামক বইতে (ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা বা হাকিকত সিরিজ) কুরআন ও হাদিসের দলিল দিয়ে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, কালেমায়ে তাইয়েবা কোন ধর্মীয় মন্ত্র নয়, বরং গোটা জীবনের জন্য নীতি নির্ধারক একটি সিদ্ধান্ত যা দ্বারা জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের আনুগত্য করার শপথ নেয়া হয়। তিনি এ কথাও প্রমান করেন যে, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিছিন্ন কতক ইবাদত নয়, বরং এসব বুনিয়াদী ইবাদত গোটা জীবনের কর্মতৎপরতাকেই ইবাদতে পরিণত করে। নামাজ, রোজা ও হজ্জ যাকাতের মাধ্যমে জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভংগী সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য, যাতে মানুষ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর খাঁটি গোলামের ভূমিকা যোগ্যতার সাথে পালন করতে পারে।

২. ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব যে মুসলিম জীবনের জন্য প্রধানতম ফরয একথা বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা

আল্লাহর দ্বীন যে বাতিলের অধীনে কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য প্রেরিত হয়নি এবং রসূল (সাঃ) কে যে দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠান হয়েছিল সে কথার চর্চা ওলামা সমাজেও ছিলনা। অথচ মানুষের মনগড়া আইন ও সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকবে, আর তার অধীনে মুসলমানরা শুধু নামায রোযা করার সুযোগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এমন মনোভাব আর যাইহোক সত্যিকার ঈমানের পরিচায়ক নয়।

অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে সে সরকার ইসলামের যতটুকু বিধান চালু থাকতে দেয় ততটুকুতে রাজী থেকে যত দ্বীনদারীই করা হোক তা যে আল্লাহকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনা সে কথার গুরুত্ব আলেম সমাজের মধ্যেও ছিল বলে মনে হয়না।

মুসলমানদের ঐ চরম দুর্দিনে ওলামায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে বহুভাবে দ্বীনের মূল্যবান খেদমত করেছেন। খেদমতে দ্বীনের ব্যাপারে তাঁদের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। ইংরেজের গোলামী যুগে মাদ্রাসা শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে কুরআন হাদীসকে হিফাযত করার যে বিরাট

www.pathagar.com

খেদমত হয়েছে তার স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ফরীযায়ে ইকামাতে দ্বীনের কোন ধারণা এ শতকের ওলামায়ে কেরামের মধ্যেও ছিল না। যদি থাকতো তাহলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের পেছনে মুক্তাদীর ভূমিকার পরিবর্তে তাঁরা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির ইমামতের দায়িত্বই পালন করতেন।

এ দিক দিয়ে বিবেচনা করলে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট মর্যাদার দাবী রাখে। মাওলানাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪১ সালে ইকামাতে দ্বীনের আওয়াজ দিলেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থক না হয়ে বড় বড় ওলামায়ে কেরাম যদি ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে মুসলিম জাতিকে সংগঠিত করতে পারতেন তাহলে উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের মাধ্যমেই ওলামায়ে কেরাম রাজনৈতিক ময়দানে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন। এ দৃষ্টি ভংগীর অভাবেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থকের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হন।

শহীদানে বালাকোটের পর দীর্ঘকাল ইকামাতে দ্বীনের চর্চা আলেম সমাজেও ছিলনা। এ শতাব্দীতে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (রঃ) এক সময় এ আওয়াজ দিয়েও নিজেই থেমে যান। মাওলানা মওদূদী (রঃ) নতুন করে এ দাওয়াত পেশ করেন। এ শতাব্দীতে উপমহাদেশে আর কেউ এ বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে ময়দানে আসেননি।

৩. কুরআন মজীদকে ইকামাতে দ্বীনের 'গাইড বুক' হিসাবে সহজ বোধ্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা

আল্লাহর কিতাব দুর্বোধ্য একটি ধর্ম গ্রন্থ হিসাবে পরম ভক্তির সাথে শুধু সওয়াবের নিয়তে তেলাওয়াত করার রীতিই সমাজে চালু ছিল। মাদ্রাসায় তাফসীর ক্লাসে যতটুকু আলোচনা হতো তার বাইরে জনগণের মধ্যে কুরআন বুঝবার কোন রেওয়াজই ছিলনা।

আলেম সমাজের মধ্যে পর্যন্ত কুরআন বুঝবার ও বুঝাবার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। ধর্মীয় ও সামাজিক যে সব বিষয়ে জনগণ মাসলা মাসায়েলের জন্য ওলামায়ে কেরামের খেদমতে হাযির হতো সে সব

www.pathagar.com

সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ফিকাহের কিতাবই শুধু চর্চা করা হতো।

দারসে কুরআনের কোন প্রচলন সাধারণভাবে ছিলনা। কোন কোন মসজিদ ও মাদ্রাসা থাকলেও খুবই অল্প সংখ্যক লোক তা থেকে উপকৃত হতো। দ্বীন শিখবার জন্য জনগণের নিকট মাসলার কিতাবই একমাত্র সম্বল ছিল। আমি নিজেও বাংলা ও ইংরেজীতে যে সব অনুবাদ ও তাফসীর পাওয়া যেত তার মাধ্যমে কুরআনকে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে এ বিষয়ে আমাকে অযোগ্য মনে করে শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা ত্যাগ করে ইসলামী বই পুস্তকের সাহায্যে ইসলামকে বুঝবার পথই সহজ মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর রচিত তাফহীমুল কুরআন নামক তাফসীরের সন্ধান যখন ১৯৫৪ সালে পেলাম তখন এর বাংলা অনুবাদ হয়নি। এ তাফসীর পড়ার নেশা আমাকে উর্দু শিখতে বাধ্য করলো। যেহেতু ইতিপূর্বে কুরআন অধ্যয়নের চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলাম, সেহেতু তাফহীমুল কুরআনের সহজ আবেদন আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করলো।

তাফহীমুল কুরআন যে ইসলামের পুনরুজ্জীবনে কত বড় অবদান রেখেছে তা প্রকাশ করার পর্যাপ্ত ভাষা পাচ্ছিনা। আধুনিক যুগের মন-মগজের জন্য কুরআন বুঝার সহজ পথ এতে দেখানো হয়েছে। এ তাফসীরে এ কথাই স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে রসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ের সাথে মিলিয়েই কুরআনকে বুঝতে হবে। এ কুরআন ইসলামী আন্দোলনেরই 'গাইড বুক' হিসেবে এসেছে। আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্ন মন মানসিকতা নিয়ে কুরআনকে সঠিক ভাবে বুঝবার কোন উপায় নেই।

তিনি এ তাফসীরে একথাই বুঝিয়েছেন যে, রসূল (সাঃ) এর তেইশ বছরের সংগ্রামী জীবনই কুরআনের আসল ব্যাখ্যা। রসূল (সাঃ) এর বিপ্লবী আন্দোলনই জীবন্ত ও বাস্তব কুরআন। যারা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেনা তাদের নিকট কুরআনের আসল মর্মকথা স্পষ্ট হতে পারে না। কুরআন বুঝা তাদের জন্যই সহজ, যারা ঐ আন্দোলনে সক্রিয় যে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য এ কুরআন নাযিল হয়েছে।

www.pathagar.com

আজ আল্লাহর রহমতে সমাজে দারসে কুরআন ও তাফসীর মাহফিলের ব্যাপক প্রচলন দেখা যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষিত না হয়েও কুরআন বুঝবার প্রচেষ্টায় বহু লোক আত্মনিয়োগ করেছে। এখন কুরআন আর দুর্বোধ্য কিতাব নয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিকট কুরআন এখন সবচাইতে আকর্ষণীয় পাঠ্য বই। এ অবদান মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর এক অনন্য খেদমত।

৪. ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আদর্শ নমুনা পেশ করা

মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাংগ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করে এবং ইকামাতে দ্বীনের দিশারী হিসাবে কুরআন মজীদের তাফসীর করেই ক্ষান্ত হননি, রসূল (সাঃ) এর অনুকরণে ইসলামী জীবন বিধানকে কায়েম করার জন্য একটি বিজ্ঞান সম্মত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি শুধু চিন্তাবিদের দায়িত্বই পালন করেননি, তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। নবী ও রসূলগণ ছাড়া মানব জাতির ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ অত্যন্ত দুর্লভ যিনি সমাজ বিপ্লবের চিন্তা ও পরিকল্পনা পেশ করে নিজেই বাস্তবে আন্দোলন পরিচালনা করেছেন।

চিন্তা ও কর্মের এ দুর্লভ সমন্বয়ের ফলেই মাওলানা মওদূদী (রঃ) যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ইসলামের যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়নি। আন্দোলনের ময়দানের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাধারাকে যেমন বাস্তবমুখী হতে সাহায্য করেছে, তেমনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা তিনি রসূল (সাঃ) এর সংগ্রামী জীবন থেকে পেয়েছেন তাই আন্দোলনে প্রয়োগ করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁর চিন্তা ও কর্মে তাঁর জীবনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি।

যখন ১৯২৭ সালে তাঁর বয়স মাত্র ২৪ বছর তখন তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" প্রকাশিত হয়। তখন তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশিত জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র "আল জমিয়তের" সম্পাদক। ঐ পত্রিকায়ই ধারাবাহিক ভাবে তাঁর এ গবেষণার ফসল তিন বছর পর্যন্ত প্রকাশিত হতে থাকে। এ গ্রন্থের রচনা কাল ১৯২৪ থেকে ২৭ সাল পর্যন্ত।

www.pathagar.com

উনিশ'শ তেতাল্লিশ সালে তিনি তাফহীমুল কুরআন রচনা শুরু করে ১৯৭২ সালে সমাপ্ত করেছেন। এ ত্রিশ বছর কুরআনের যে তাফসীর লিখেছেন তাঁর সারমর্ম ঐ "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" নামক পুস্তকে কিভাবে একই দৃষ্টিভংগীতে রচিত হলো তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার।

জিহাদের উপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি কুরআনকে জিহাদেরই দিশারী হিসাবে উপলব্ধি করেছেন। আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধীর কৈফিয়তের সুরে তিনি জিহাদের ব্যাখ্যা দেননি। শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধকেই জিহাদের সংজ্ঞা হিসাবে পেশ করার যে হীনমন্যতা সেকালে এক শ্রেনীর মুসলিম নেতারা প্রদর্শন করতেন তা তিনি বলিষ্ঠভাবে খন্ডন করেন। জিহাদকে তিনি ইসলামের ইতিবাচক আন্দোলন হিসাবেই পেশ করেন। মানুষের মনগড়া যে সব বিধান মানুষকে মানুষের দাস বানিয়ে রেখেছে তা থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের মাধ্যমে মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দান করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নামই যে জিহাদ সে কথাই তিনি প্রমাণ করেছেন।

মানব জাতির মুক্তির এ মহান সংগ্রামের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে মানব জাতির ঐ দুশমনদেরকে ইসলামের অগ্রযাত্রার পথ থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে যদি শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের প্রয়োজন হবেই। এ যুদ্ধকে কুরআনের পরিভাষায় 'কিতাল' বলা হয়। ইসলামী আন্দোলন হলো জিহাদ আর জিহাদেরই একটি পর্যায়ে কিতাল বা যুদ্ধের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু জিহাদ মানেই যে কিতাল নয় সে কথা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

জিহাদ সম্পর্কে মাওলানার ঐতিহাসিক গবেষণা কালেই তিনি কুরআনের উজ্জল আলোক রশ্মি লাভ করেন যার ফলে তিনি জিহাদের বিদ্যাগত নির্লিপ্ত গবেষকের ভূমিকা পালন করেই ক্ষান্ত হতে পারেননি। তাঁর এই গবেষণাই তাঁকে জিহাদের উত্তপ্ত ময়দানে নিক্ষেপ করেছে।

যে কোন আন্দোলনের সাফল্য প্রধানতঃ যোগ্য নেতৃত্বের উপরই নির্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এ যুগে নতুন করে প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। রসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রঃ) এ বিষয়ে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা অতীত ইতিহাস।

www.pathagar.com

এ যুগেও মানুষ সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণ করে দ্বীনের জন্য হাসিমুখে জান দিতে প্রস্তুত হতে পারে, মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনে এরই বাস্তব নমুনা পেশ করেছেন। ১৯৫৩ সালে তাঁকে এক অজুহাতে সামরিক আদালতে ফাঁসির হুকুম দেবার পর তিনি যে নির্ভীকতার পরিচয় দান করেছেন তা তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের মুখলিস কর্মীদের অন্তর থেকে মৃত্যু ভয়কে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু ইতিহাসের উদাহরণ কর্মীদের মধ্যে ঐ প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারতোনা। মাওলানা মওদূদী ও ইখওয়ানের শহীদ নেতৃবৃন্দের উদাহরণ এ জযবা সৃষ্টি করেছে যে, এ যুগেও এবং আমাদের পক্ষেও দ্বীনের জন্য জীবন দেয়া সম্ভব। এ যুগে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের শহীদ নেতৃবৃন্দ ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুঞ্জয়ী চরিত্রের পরিচয় রেখে গেছেন এবং মাওলানা মওদূদী (রঃ) ফাঁসির হুকুম শুনে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তা যেভাবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা শুধু অতীত ইতিহাসের ঘটনা দ্বারা সম্ভব ছিলনা। "আমরা কি নবীর সুহবত পেয়েছি যে সাহাবীদের মতো সাহস দেখাতে পারি ?" এ জাতীয় বক্তব্য দ্বারা নিজেদের দুর্বলতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করার রোগ অনেকেরই আছে। তাই প্রতি যুগেই আদর্শের নমুনা প্রয়োজন। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ ও মাওলানা মওদূদী (রঃ) সে নমুনাই পেশ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন আল্লাহর পথে মুমিনের জান ও মালের যে কুরবাণী দাবী করে তা বিনা দ্বিধায় দান করার যে আদর্শ মাওলানা কায়েম করে গেলেন তা এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট এক অবদান।

৫. ইসলামী আন্দোলনের উপযোগী নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা

আল্লাহ তায়ালা মাওলানাকে শুধু ইসলামের সঠিক ধারণাই দান করেননি, ইসলাম কায়েম করার উপযোগী বিজ্ঞান সম্মত সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে নিখুঁত ধারণা তাঁর কাছে পাওয়া গেছে তা আল্লাহ পাকের এক বিশেষ অনুগ্রহ বলে আমি মনে করি। আল্লাহর কুরআন আর রসূলের হাদীস এবং চৌদ্দশ বছরে রচিত বিপুল ইসলামী সাহিত্য মন্থন করে ইসলামকে সঠিক রূপে পরিবেশন করার কাজ মাওলানা মওদূদী (রঃ)

www.pathagar.com

ছাড়া আরও কয়েকজন ইসলামী চিন্তাবিদ এ শতাব্দীতেই বিভিন্ন দেশে করেছেন। ইসলামের সঠিক জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অবশ্য পরিবেশনার মানের দিক দিয়ে মাওলানার শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরা সবাই স্বীকার করেন।

কিন্তু সংগঠনের কাঠামো, সংগঠনের বিভিন্ন টায়ার, কেন্দ্রীয় পার্যায় থেকে নিম্ন ইউনিট পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, সাংগঠনিক সমস্যা ও জটিলতা দূর করার উপায়, সংগঠনকে সকল পর্যায়ে, ত্রুটিমুক্ত রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদি এমন বিষয় যার মূল সূত্র কুরআন ও হাদীস থেকে বের করা সম্ভব হলেও এর অনেক খুঁটিনাটি দিকের সঠিক ধারণা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর মননশীলতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। কুরআন হাদীস থেকে ইসলামের জ্ঞান আহরণ করার চেয়ে নিখুঁত সংগঠন গড়ে তোলা কম দুঃসাধ্য কাজ বলে আমার মনে হয়না।

এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যে অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ইসলামের গবেষক মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদী কম বড় নয়। দেশ-বিদেশে বহু সংগঠনের অবস্থা পর্যালোচনার যে সুযোগ আমি পেয়েছি তাতে এ ধারণাই আমার হয়েছে। সংগঠনকে বিভেদ ভাংগন থেকে রক্ষা করা, উপদল সৃষ্টির পথ বন্ধ করা এবং মতবিরোধ মীমাংসা করার যে নিখুঁত বিধি বিধান তিনি দিয়ে গেছেন তার কোন তুলনা নেই। মাওলানা মওদূদীর এ সাংগঠনিক অবদান ইসলামী আন্দোলনের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ।

ইসলামী সংগঠনকে সর্বাংগসুন্দর ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিস্তারিত বিধি বিধান রচনা করেছেন। এমনকি খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায়নি। জামায়াতে ইসলামীর জন্ম লগ্ন থেকে বেশ কয়েক বছরের কার্যবিবরণীর কয়েকটি খন্ডে যে সব সাংগঠনিক হেদায়াত রয়েছে তা বিস্ময়কর মৌলিকত্বে পরিপূর্ণ। এছাড়াও কয়েকটি বইতে সংগঠনকে সর্বদিক দিয়ে উন্নততম মানে পৌঁছাবার জন্য বহু মূল্যবান উপদেশ রয়েছে। ইসলামের বাস্তব পুনরুজ্জীবন নিখুঁত সংগঠন ছাড়া সম্ভবপর নয় বলেই এ অবদানের গুরুত্ব কম নয়।

সংগঠনের কাঠামো এমন নিখুঁত হবার কারণেই এখানে নেতৃত্বের

www.pathagar.com

কোন্দল বা উপদল সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সমালোচনা ও সংশোধনের পূর্ণ সুযোগ থাকার দরুণ এবং যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংগঠনের নির্ধারিত ফোরামে হওয়ার নীতি চালু থাকার ফলে এ সংগঠনে ভাংগন ধরার কোন পথই নেই। এ কারণেই এ সংগঠন কোন সময়ই দ্বিধা-বিভক্ত হয়নি।

৬. ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা

আধুনিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক বিশ্বের সচেতন মহলের উপযোগী গ্রহণযোগ্য ভাষায় মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী শাসনতন্ত্র, ইসলামী সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট ধারণা পরিবেশন করেছেন যা অতুলনীয়। খেলাফাতে রাশেদার ইতিহাস থেকে তিনি এ বিষয় অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে সংগ্রহ করেছেন এবং সেখান থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকারী কাঠামো সম্পর্কের চিরস্থায়ী আদর্শ চয়ন করেছেন। "খিলাফত ও মুলকিয়াত" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি আদর্শ ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে "খিলাফত" নামে পরিচিত করেছেন। এ ব্যবস্থার মূলভিত্তি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রসূল (সঃ) এর প্রতিনিধিত্ব। জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এটাই হলো খিলাফতের ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা দলের মনগড়া শাসন চালাবার কোন অধিকার নেই।

"Islamic Law and Constitution" নামক গ্রন্থে মাওলানা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের নিকট ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ে এমন ধারাবাহিক ও সিস্টেমেটিক আলোচনা করেছেন যার ফলে এই বইটিকে এ বিষয়বস্তুর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা চলে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর যখন ১৯৪৮ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী জানালেন তখন পত্রিকায় তার প্রতি বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য প্রচারিত হতে লাগলো। করাচী ও লাহোরের আইনজীবীরা চ্যালেঞ্জের সুরে তাকে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করার দাওয়াত দিল। মাওলানা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লাহোর বার লাইব্রেরীতে ইসলামী শাসনতন্ত্রের

www.pathagar.com

রূপরেখা পেশ করার পর শাসনতন্ত্রের পন্ডিত আইনজীবীদের যাবতীয় প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে সবাইকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

এ সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবযাদা লিয়াকত আলী খান যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে আলেমদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন তখন ১৯৫১ সালে শিয়া ওলামা সহ সকল মহলের বড় বড় ৩১ জন ওলামার এক সম্মেলনে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে ঐ চ্যালেঞ্জের যোগ্য জওয়াব দেয়া হয়। এর পরে আজ পর্যন্ত "ইসলামী শাসনতন্ত্র বলে কিছু নেই" এ জাতীয় মন্তব্য করার দুঃসাহস কেউ করেনি। এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর অবদানই যে প্রধান একথা অস্বীকার করার সাহস কারো নেই।

চুয়াত্তর বা পঁচাত্তর সালে ইংল্যান্ডের ফসিস (Fosis) নামক প্রসিদ্ধ ইসলামী ছাত্র ফেডারেশন তাদের বার্ষিক সম্মেলনে "The concept of Islamic state and Govt." সম্পর্কে আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসাবে সুদানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রি সাদেকুল মাহদীর একটি উদ্বৃতি এখানে অত্যন্ত প্রাসংগিক হবে। উক্ত সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, "আলোচ্য বিষয়ে আরবী ও ইংরেজীর প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের রচিত গ্রন্থাবলী আমি অধ্যয়ন করেছি। আমার গোটা আলোচনার বিষয়বস্তু একটা বইতেই চমৎকার ভাবে সাজানো পেয়েছি। এ বিষয়ের জন্য এ বইটিই যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। এ বইটি হলো মাওলানা মওদূদীর Islamic Law and Constitution".

ইসলামী খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্রই মুসলিম জাতির ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে বলে ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সরকার কাঠামো সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সুযোগ আছে। ইসলামের ইতিহাসের নামে মুসলিম বাদশাহদের ইতিহাসই প্রচলিত থাকায় এ বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যাপারে মাওলানার দৃষ্টিভংগী যাবতীয় বিভ্রান্তি অপসারণ করতে সহায়তা করেছে।

এ পর্যায়ে তিনি মুসলিম জাতির ইতিহাস ও ইসলামী ইতিহাসের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। ইসলামের ইতিহাসের নামে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে তিনি মুসলিম ইতিহাস নামে চিহ্নিত করেছেন। আর

www.pathagar.com

ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য মুজাদ্দিদগণ যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সে ইতিহাসকেই তিনি ইসলামী ইতিহাস বলে মনে করেন।

তাঁর মূল যে চিন্তাধারা তাঁকে ইতিহাসের ব্যাপারে এ দৃষ্টিভংগী দান করেছে তা তাঁর সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, যা কুরআন ও হাদীসে আছে এবং রসুল (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম যে নমুনা রেখে গেছেন তা-ই ইসলামী আদর্শ। মুসলমানরা যা করে তা-ই ইসলাম নয়। সুতরাং মুসলমানরা সুদ খেলে তা ইসলামী সুদ বলে গণ্য হতে পারেনা বা বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করলেও শুকর হালাল হয়ে যায়না। এ যুক্তিতেই মুসলিম বাদশাহদের শাসন ব্যবস্থা ইসলামী শাসন বলে স্বীকৃতি পেতে পারেনা। তাঁর মতে রসূল (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনই একমাত্র ইসলামী শাসনের আদর্শ।

৭. ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা প্রসূত চিন্তাধারা পরিবেশন করা

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার, ইউরোপের রেনেসাঁ আন্দোলন ও গোটা বিশ্বে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রচলন ও এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উত্থান মানব জাতিকে চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত করে রেখেছে। এ যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে অন্যান্য বহু বিষয়ে চর্চা থাকলেও ইসলামের কোন অর্থনীতি আছে বলে কেউ দাবী করেনি। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শোষনের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মুসলিম জাতির মুক্তিকামী চিন্তাবিদদের কেউ কেউ পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামের অধিকতর নিকটবর্তী বলে মনে করতেন।

এ ময়দানে এ যুগে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর আগে আর কেউ সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পেরেছেন বলে জানা যায়না। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদকে বস্তুবাদ নামক একই কুমাতার জঘণ্য দু' 'সন্তান' আখ্যা দিয়ে তিনি উভয় অর্থব্যবস্থার সকল মারাত্মক গলদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। 'সুদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি এ বিষয়ে তাঁর মাষ্টার পীস (শ্রেষ্ঠ অবদান)।

তিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সাব্যস্ত করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অধিকারের গালভরা বুলিতে মানুষকে ভুলিয়ে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা মানব জাতিকে চরমভাবে শোষণ করার জন্য এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠিকে মোক্ষম সুযোগ করে দেয়, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে শোষিত ও বঞ্চিত জনগণকে সরকারের চিরস্থায়ী গোলাম বানিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দেয়। পুঁজিবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অর্থনৈতিক দাসত্বের শৃংখলে জনগণকে আবদ্ধ করে, আর সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মুক্তির দোহাই দিয়ে তাদের গলায় চরম রাজনৈতিক গোলামীর জিঞ্জির পরিয়ে দেয়।

আজ সুদমুক্ত ও শোষণহীন ইসলামী অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে দুনিয়ার সর্বত্র বহু ইসলামী চিন্তাবিদ পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে বিপুল সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে। সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংককে এখন আর অবান্তর কল্পনা বলে বিদ্রুপ করার সাহস কারো নেই, যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার আধুনিক ধারণার জন্মদাতা মাওলানা মওদূদী (রঃ)।

৮. জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তি থেকে উম্মতে মুসলিমাকে মুক্তির সন্ধান দান করা

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এ উপমহাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠল তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তখনকার দশকোটি মুসলমানদের মধ্যে বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল। নেতৃস্থানীয় আলেমগণও এ বিভ্রান্তির দুঃখজনক শিকার হয়ে পড়লেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামীম ও জমিয়তে ওলাময়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রঃ) ও ইমামুল হিন্দ উপাধিধারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদের (রঃ) মতো দেশখ্যাত আলেমদের নেতৃত্বে আলেম সমাজের বিশেষ অংশ কংগ্রেসের ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। মাওলানা মাদানী (রঃ) এর 'মাত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামক মুদ্রিত বক্তৃতার প্রতিবাদে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল স্বরচিত কবিতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে আবৃতি করেন। ১৯৩৮ সালে এর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ স্বরূপ

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী "মাসআলায়ে কাওমিয়াত" নামক বিখ্যাত পুস্তকে জাতীয়তার ইসলামী রূপ তুলে ধরেন এবং অখন্ড ভারতের ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী মতবাদ বলে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক অকাট্য যুক্তি পেশ করেন।

সুখের বিষয় যে ওলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ), মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) মাওলানা মুহাম্মদ শফী (রঃ) এর নেতৃত্বে আলেম সমাজের এক বিরাট অংশ মাওলানা মাদানী (রঃ) ও মাওলানা আযাদের (রঃ) ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁরাও জাতীয়তার ইসলামী দৃষ্টিভংগীর ভিত্তিতে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে তাঁরা মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এবং মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিচালিত পাকিস্তান আন্দোলনকে অত্যন্ত সক্রিয় সমর্থন জানান। তাঁদের সমর্থন ছাড়া মুসলিম জনগণকে কংগ্রেসের খপ্পর থেকে রক্ষা করা ও পাকিস্তান আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব হতোনা। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলনে পরিণত করতে অক্ষম হওয়ার ফলে, তাঁদের ঐকান্তিক কামনা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হননি।

মাওলানা মওদূদী (রঃ) কংগেস সমর্থক মুসলমানদেরকে 'জাতীয়তাবাদী মুসলিম' ও মুসলিম লীগ সমর্থকদেরকে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' আখ্যা দিয়ে একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে দুটো মতবাদের কোনটাই আলেম সমাজের গ্রহন যোগ্য মতাদর্শ ছিলনা। জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও ভৌগোলিক জাতীয়তার সমর্থক হওয়া মুসলিম জাতির স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। আর মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম সম্প্রদায়ের পার্থিব স্বার্থ চিন্তা করেছেন। তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরিকল্পনাই করেনি। অবশ্য তারা মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার জন্যই শুধু ইসলামের দোহাই দিয়েছিলেন।

ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলনই মুসলিম জাতির মুক্তির পথ। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী হুকুমাত কিস তারাহ কায়েম হুতী হ্যায়" শীর্ষক প্রদত্ত বক্তৃতায়

www.pathagar.com

তিনি বলেন "এটা খুবই খুশীর বিষয় যে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জন্য আলাদা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু রসূল (সঃ) এর কর্মপদ্ধতি অবলম্বন না করার ফলে একটি "মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র" কায়েম হলেও, এ পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র কিছুতেই কায়েম হবেনা।"

ঐ বক্তৃতাটি "ইসলামী বিপ্লবের পথ" নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে ১৯৫৪ সালে এ বক্তৃতাটি আমি ইংরেজীতে "The Process of Islamic Revolution" নামক বইতে পড়ে পাকিস্তান সরকারের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। পাকিস্তান আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলনে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি বলেই পাকিস্তান কায়েম হবার পর ইসলামী আন্দোলনকে এখনও সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে।

৯. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব থেকে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে উদ্ধার করা

পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শন ও ভোগবাদী দৃষ্টিভংগী মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে এমন ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল যে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম হীনমন্যতায় ভুগছিল। ইসলামের বহু আইন ও সমাজ বিধানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তারা সন্দেহের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সুদকে জায়েয করার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তারা বোধ করতে লাগল। বিবাহ ছাড়া নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশা অন্যায় মনে না হলেও একাধিক বিবাহ তাদের নিকট খুবই লজ্জাজনক বোধ হলো। জিহাদের হুকুম ইসলামে থাকায় তারা কৈফিয়তের সুরে এর অপব্যাখ্যা দিতে লাগল। চুরি, জ্বিনা, শরাব ইত্যাদির জন্য ইসলামী আইনের কঠোর শাস্তিকে তারা বর্বরতা মনে করতে লাগল। দাসপ্রথা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় এ ব্যাপারে ইসলামের সংশোধন করার দাবী উঠলো।

www.pathagar.com

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা যখন এ জাতীয় হীনমন্যতায় ভুগছিল তখন আল্লামা ইকবাল তাঁর বলিষ্ঠ কাব্য ও যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে সর্ব প্রথম এ হীনমন্যতা দূর করার সার্থক উদ্যোগ নেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর সহজবোধ্য বিপুল সাহিত্যই সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৩২ সাল থেকে মাসিক তারজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সমাজকে এ হীনমন্যতা থেকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা চালান। শিক্ষিত মহল থেকে তাঁর নিকট আক্রমণাত্মক প্রশ্ন, সন্দেহবাদী প্রশ্ন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্নাবলী বন্যার মত আসতে থাকে। তাঁর মাসিক পত্রিকায় "রাসায়েল ও মাসায়েল" ফিচারে ঐসব প্রশ্নের অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জওয়াব তিনি দিতে থাকলেন, যা বর্তমানে ৭ খন্ড গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তাঁর 'তানকীহাত' নামক পান্ডিত্বপূর্ণ গ্রন্থটি দর্শন ও যুক্তির মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলকে মুসলিম মানস থেকে উৎখাত করার যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

ভোগবাদী জীবনে অভ্যস্ত হবার কারণে বা ইসলামী জীবনাদর্শের পরিবর্তে অন্য কোন আদর্শে ঈমান আনার ফলে যারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থেকেও ইসলামকে বাস্তব জীবনে মেনে চলা পছন্দ করেননা, তারা আজ আর হীনমন্যতায় ভুগেন না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু নেই বলে ইসলামের নির্দেশ মেনে চলতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আদর্শের প্রতি তাদের আস্থা বহাল হয়েছে। এই আস্থা বহাল করার ব্যাপারে মাওলানার অবদান যে সব চেয়ে বেশী সে কথা অনস্বীকার্য।

ইসলামের ঈমানিয়াতের বিষয় গুলোকে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির সাথে বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে তিনি এমন যুক্তিপূর্ণভাবে পেশ করেন যে, তাওহীদ রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আর অন্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে নেই। মন মস্তিস্ক ও পূর্ণ সত্তা এখন ইসলামী ঈমানিয়াতকে গভীর প্রত্যয়ের সাথে স্বীকার করে তৃপ্তিবোধ করে। তাই ইসলামের ব্যাপারে কোন রকম হীনমন্যতা বোধ করার আর কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

১০. ইসলামের প্রতিরক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে ইতিবাচক কাজের পাশাপাশি প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বও পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব পরিকল্পিত হামলা চালানো হয় তার প্রতিরোধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া না হলে ইসলামের পুনরুজ্জীবন দূরের কথা, ইসলামের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী (রঃ) কে বেশ কয়েকবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়েছে।

১. ১৯৫৩ সালে যখন পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আলেমদের কয়েকটি সংগঠন মুসলিম জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফেলল এবং প্রাদেশিক সরকারও রাজনৈতিক স্বার্থে এ পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে চাইল, তখন মাওলানা মওদূদী "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক বই লিখে এ আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করলেন। অবশ্য দাঙ্গা হাঙ্গামার অজুহাতে ইসলামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে ফাঁসি দেবার যে সরকারী ষড়যন্ত্র চলছিল, তার দরুন ঐ চেষ্টা সফল হতে পারেনি।

ঐ পুস্তিকায় কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত মতবাদকে জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য ভাষায় সুস্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে পেশ করে, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়। সরকার এ পথে কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান করতে চাইলে দাংগা হাংগামার সৃষ্টিই হতোনা। দাংগার সুযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক আইন জারী করা হলো এবং সামরিক আদালতে ঐ ব্যক্তিকেই ফাঁসি দেবার রায় ঘোষণা করা হলো যিনি দাংগা-হাংগামা রোধ করার চেষ্টা করলেন। সবচাইতে বিস্ময়ের বিষয় হলো, "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক যে বইটি রচনা করার দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করে মাওলানাকে ফাঁসি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো, সে বইটি সামরিক আইন চলাকালেও বিলি হয়েছে এবং এটিকে বাজেয়াপ্ত করার যোগ্য পর্যন্ত মনে করা হয়নি।

কাদিয়ানী বিরোধী বহু বইই অনেকে লিখেছেন। কিন্তু মাওলানার ঐ ছোট বইটিতে কাদিয়ানীদের 'নবীর' বক্তব্য দ্বারাই তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা মুসলিম উম্মত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জাতি, যারা

www.pathagar.com

মুসলমানদেরকেই কাফের সাব্যস্ত করে। এভাবে কাদিয়ানী ফেৎনার মুকাবিলায় মাওলানার অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

২. জনাব গোলাম মুহাম্মদ গভর্ণর জেনারেল থাকা কালেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গোলাম আহম্মদ পারভেজ নামে এক আই, সি, এস অফিসারের নেতৃত্বে "তুলুয়ে ইসলাম" (ইসলামের আবির্ভাব) নামে এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হাদীসকে অস্বীকার করার এক আন্দোলন রীতিমতো দানা বেঁধে উঠে। হাইকোর্টের বিচারপতি এস, এ, রাহমান একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে 'তুলুয়ে ইসলামের' প্রচারিত যুক্তিগুলোর উদ্ধৃতি পর্যন্ত দিয়ে ফেললেন। এভাবে শিক্ষিত সমাজে হাদীস অস্বীকার করার 'ফিত্না' বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে লাগল। মাওলানা মওদূদী (রঃ) তাঁর মাসিক পত্রিকা তারজুমানুল কুরআনে হাদীস বিরোধী ঐ সব যুক্তির জওয়াব দেয়া শুরু করলে উক্ত বিচারপতি এর প্রতিবাদে মাওলানাকে চিঠি দেবার দুঃসাহসও করলেন। হাদীসকে ইসলামের অন্যতম উৎস মেনে নিতে অস্বীকার করার আন্দোলন যখন রীতি মতো এক ফিৎনার রুপ ধারন করল তখন "সুন্নাত কি আইনী হাইসিয়াত" (ইসলামে হাদীসের আইনগত মর্যাদা) সম্পর্কে তারজুমানুল কুরআনের বিরাট এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

উপমহাদেশের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন অবদানের কোন খবর আমার জানা নেই। কিন্তু মাওলানার এ লেখাটির পর অল্প দিনের মধ্যেই "তুলুয়ে ইসলামের" অপমৃত্যু ঘটে এবং ঐ বিচারপতিও তাঁর মত পরিবর্তন করার কথা ঘোষনা করে মাওলানাকে চিঠি দেন। 'মাওলানার বিরুদ্ধে' যে সব মাদ্রাসায় প্রচার অভিযান চলে সেখানেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এ বইটি পাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হয়।

৩. ১৯৬১ সালে আয়ূব খান যখন অর্ডিন্যান্স বলে বিয়ে, তালাক ও ফারায়েযের ইসলামী বিধানকে মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিবর্তন করে দেন, তখন ১৪ জন প্রখ্যাত ওলামার নামে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর রচিত প্রতিবাদ ইসলামের পারিবারিক বিধানের প্রতিরক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। অর্ডিন্যান্সটি এখনও পাকিস্তান ও বাংলাদেশে চালু রয়েছে বটে কিন্তু তা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী বলে প্রমাণিত হওয়ায় মুসলিম সমজে জনপ্রিয় হতে পারেনি। যারা ইসলামকে অমান্য করার

www.pathagar.com

প্রয়োজন মনে করে তারা অবশ্য ঐ অর্ডিন্যান্সটি থেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে এবং আদালতও এর পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলামের বিধান হিসাবে যে মর্যাদা তা কোন সময়ই ঐ অর্ডিন্যান্সের কিসমতে জুটবেনা। মাওলানা মওদূদীর অবদানই ঐ অর্ডিন্যান্সটির এ দশার জন্য প্রধানত দায়ী।

৪. ঈদুল ফিতরের দিন ধার্য করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করে সরকারী মরযী চাপিয়ে দেবার কুপ্রথা রোধে মাওলানা স্থায়ী সাফল্য লাভ করেন।

সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি এলাকায় চাঁদ দেখা যাওয়ার দোহাই দিয়ে দেশের আর কোথাও চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও সরকারী সিদ্ধান্ত বলে জাতির উপর ঈদ জোর করে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়ে পড়েছিল। ১৯৬৭ সালে এর বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী (রঃ) যখন রুখে দাঁড়ালেন, তখন মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু গোটা আলেম সমাজই সরকারের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করায় মাওলানা মওদূদীকে কয়েকদিন পরই ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হয়।

ঐ ঘটনার পর পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে এ জাতীয় সরকারী অপচেষ্টা আর হতে দেখা যায়নি।

৫. পরিবার পরিকল্পনার নামে অভাবের দোহাই দিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে ইসলাম সম্মত বলে চাপিয়ে দেয়ার সফল প্রতিরোধ মাওলানার এক বিরাট অবদান।

সরকরের পক্ষ থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সরকারের পৃষ্ঠপোষক কতক ওলামাকে ব্যবহার করেও আজ পর্যন্ত জন্ম-নিয়ন্ত্রণকে ইসলাম সম্মত বলে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করা সম্ভবপর হননি। জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা দ্বারা জন্মহার হ্রাস পাওয়ার চাইতে গর্ভপাতের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। আর "জনসংখ্যা বিস্ফোরণ" প্রতিরোধের নামে যৌন অরাজকতার চরম বিস্ফোরণই ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" বইটি যে চিন্তার খোরাক দিয়েছে তার ফলে গোটা আলেম সমাজ এ বিষয়ে একমতই পোষণ করে চলেছেন।

www.pathagar.com

উপসংহার

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর উপরোক্ত ১০ দফা অবদান এমন সুদূর প্রসারী যে এর প্রভাবে ইসলাম আজ এক বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসাবে পরিচয় লাভ করেছে। তাই ইসলামী বিপ্লবের ঢেউ রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানেই সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্য সংস্কৃতি সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম এক সক্রিয় চেতনার সৃষ্টি করেছে। মাওলানা মওদূদী (রঃ) ইসলামের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে যে বিরাট অবদান রেখেছেন তাতে যেহেতু তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদের ভূমিকাই পালন করেননি সেহেতু তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের ঢেউ ছাত্র, শ্রমিক, মহিলা সহ সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সচেতন সাড়া জাগাতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের সর্বত্র ইসলমী আন্দোলন আজ যে গতি লাভ করেছে তাতে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর অবদান সর্বাধিক বলেই স্বীকৃত।

১৯৭৪ সালে লন্ডনে মাওলানার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক বিরাট সুধী সমাবেশে বিখ্যাত ইখওয়ানী চিন্তাবিদ মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "সর্বযুগে ও সকল দেশেই ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়। এ যুগেও দুনিয়ায় বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন। আপনারা জানেন (একটু মুচকি হেসে) আমিও কিছু চিন্তা করে থাকি। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মাওলানা মওদূদীই শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে স্বীকৃত। ইসলামকে এমন সুন্দরভাবে সহজবোধ্য ভাষায় সাজিয়ে আর কেউ পরিবেশন করতে সক্ষম হয়নি। এ ব্যাপারে তিনি সত্যিই অতুলনীয়।"

ঐ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে ইসলামিক কাউন্সিল অব ইউরোপের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সলীম আযযাম মাওলানাকে সম্বোধন করে বলেন, "আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের তালিকাভুক্ত কর্মীদেরকেই শুধু আপনার অনুসারী মনে করবেননা। বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন রয়েছে তাদের সব কর্মীই আপনাকে তাদের প্রিয় নেতা মনে করে।"

www.pathagar.com

আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ

ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (রঃ) এর আরও কতক মৌলিক অবদান রয়েছে। এক নিবন্ধে সব অবদানের আলোচনা করা সম্ভব হলোনা। কিন্তু আরও কয়েকটি অবদানের উল্লেখ করেই এ প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি ঃ

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই ছিলেননা, তিনি যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ নেতা তারই সুস্পষ্ট চিত্র তিনি "সীরাতে সরওয়ারে আলম" নামক বিরাট গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

২. সত্যিকার মুসলিমের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করা। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জিহাদী জিন্দেগীই মুসলিম জীবন। এ জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে শুধু কতক ধর্মীয় সাধনার মাধ্যমে 'আল্লাহর অলী' বা 'দরবেশ' হিসাবে গড়ে উঠার প্রচলিত রেওয়াজ মুসলিম জীবনের জন্য মোটেই অনুকরণ যোগ্য নয়।

৩. ইসলামী তাসাওউফের বিশুদ্ধ পরিচয় পেশ করা। রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাসাওউফের যে রূপ রেখে গেছেন তা-ই উন্নততম ইসলামী তাসাওউফ। তাসাওউফের নামে এর অতিরিক্ত যা কিছু চালু হয়েছে তা আর যাই হোক বিশুদ্ধ ইসলামী তাসাওউফ নয়। কারণ ইবাদত, রিয়াযাত ও তাকাররোব ইলাল্লাহর যে শিক্ষা রসূল (সাঃ) দিয়ে গেছেন তা-ই পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

৪. ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার দান করেছে তা 'পর্দা' নামক গ্রন্থে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। নারীর এ মর্যাদা আর কোন মতাদর্শেই দেখা যায়না।

সমাপ্ত

www.pathagar.com